Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 431 – 444
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন গান উপস্থাপনের চলতি রীতি-পদ্ধতি

সুচন্দন মণ্ডল
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : suchandanmandal127@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Team building, Contract, Nomenclature, Rehearsal, Staging, Presentation techniques, Chorus, Ballad, Radha Krishna Duet, Chhak.

Abstract
Gajan songs of South 24 Parganas flow in two streams. A stream runs throughout the month of Chaitra and Boishakh. Another stream of Ghajan songs runs throughout the year. My discussion in the article is the second trend which is becoming increasingly international. In the present time Gajan songs are performed without Shiva. Gajan songs centered around Lord Shiva flourished throughout Bengal, but Shiva has remaied hidden in modern times. Instead of Shiva came Radha Krishna centered ballads. Sometimes Shiva's name is only chanted through the chorus. No story centered on Har-Parvati is presented today. Although Gajan has its origin in Hinduism, it has crossed religious lines in modern times. Non-Hindu religious stories are presented on stage. People from all communities, Hindus, Muslims, Buddhists, Christians, are present here as audience. The day laborers and poor agricultural people of South 24 Parganas enjoy Gajan songs as an evening entertainment. At a superficial glance, it seems that the language of Gajan songs is full of obscenities. If understood with deep attention, it can be understood that the everyday language of the people of South 24 Parganas is reflected here. No fanciful profanity is used here. The stories performed in Gajan songs are full of folk cultural elements. Each chhak contains a proverbs rhymes and riddles. Also all rituals centered around birth, marriage, death and puja parvan are presented here. Many people make a living from this Gajan song. At present there are about 42 Gajan teams in this district. Each team has 20 to 22 members. Most of them came from poor families. They are contracted with the team owner for the whole year. The team was formed during the Rath Yatra of the month of Asadha. After naming the team and selecting the story, rehearsals continued for two months. The performance starts from the Janmashtami tithi of Bhadra month. This is how Gajan songs are presented, first 10 minutes of lighting and music, then the duet dance song goes on for five minutes. Then a fascinating social turn in the form of Yatra is presented for half an hour. After that there is a 15- 20 minute Radha

Krishna centered ballad. After this ballad there are five to seven chhak. The song of request begins in the final episode.

Discussion

"শিবের গাজন– যাচ্ছে কারা? / বাবার চেড়া।/ভাঁড়ে কি? / –গঙ্গাজল। ঢালবে কোথায়? / –বাবার মাথায়।"[১]

গোটা শ্রাবণ মাস জুড়ে কিংবা চৈত্র মাসের শেষে শিবের ভক্তরা এভাবেই বলতে বলতে চলে শিব মন্দিরের উদ্দেশ্যে। শিবের উদ্দেশ্যে এভাবে গর্জন করা বা স্তুতিমূলক ধ্বনি থেকে 'গাজন' শব্দের উৎপত্তি বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। গাজন গান লেখক স্বপন গায়েনের মতে গাজনের উৎপত্তি- "'গা' শব্দে 'গান', 'জন' শব্দে 'জনগণ'। জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যে গান পরিবেশন করা হয় তাকে বলে গাজন গান। কিন্তু এর পৌরাণিক মানের মধ্যে যদি যাই 'গা' শব্দে 'গান', 'জন' শব্দে 'মহাজন' এই মহাজন হল মহাদেব। তাহলে শিবের বা মহাদেবের উদ্দেশ্যে যে গান পরিবেশন করা হয় সেটাই গাজন"। গাজন গান রচয়িতা ও অভিনেতা প্রণবেশ হালদার গাজন গানের উৎপত্তি বিষয়ে আপনার মতামত দিয়েছেন- "গাজনের শুরু বলতে মহেশ্বরের জন্ম কথা দিয়ে সতীদাহ পর্যন্ত। আগেকার দিনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গাজন অভিনয় হতো। তার সঙ্গে থাকতো রাধাকৃষ্ণের কিছু গাল-গল্প। বর্তমান দিনে সেটা নেই। বর্তমান দিনে যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে পেশাদারী দলগুলো কিছু সামাজিক কিছু কাল্পনিক ছোটোখাটো দৃশ্যগুলো সামনে তুলে ধরছে"। অর্থাৎ বলা চলে গাজনের প্রকৃত যে অভিমুখ তা বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন শিল্পীরা সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ধর্মীয় খোলস ছেড়ে তারা ক্রমশ বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী মনে করেন-

> "সিন্ধু সভ্যতার ধারা বেয়ে লিঙ্গ ও যোনি পূজার প্রচলন রাঢ়ে বিকাশ লাভ করেছে। শিবের গাজন উৎসবে অংশগ্রহণকারী ভক্তগণ অধিকাংশ হলেন নিম্নবর্ণের মানুষ এবং যে কোন ব্রাহ্মণ গাজনের শিব পূজা করেন না।"[২]

প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী শিবের গাজনের প্রকৃত বিষয় হল-

> "একটি ক্ষুদ্রাকার শিবলিঙ্গকে মাথায় করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। কিন্তু সর্বত্র এ নিয়ম প্রচলিত নাই। সে কারণে কাঠের পাটার উপর লৌহ নির্মিত বাণ বা শূল বিদ্ধ করে এই পাটা কাঁধে বা মাথায় করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। এই শূল বা বাণবিদ্ধ পাটাটি শিবজ্ঞানে পূজিত হন।"[৩]

প্রকৃত শিবকেন্দ্রিক যে গাজন গান তা চৈত্রসংক্রান্তিতে শুরু হয় এবং বৈশাখের চড়ক পর্যন্ত চলে। এই গাজনের উদ্দেশে যে সমস্ত কাহিনি নির্মাণ করা হয় তা অনেক সময় জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় অভিনয় চলে। তবে শিবের গাজনের সময়কাল বিষয়ে অভিন্ন মত রয়েছে পণ্ডিতদের মধ্যে। শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় রচিত 'শূন্যপুরাণ' শীর্ষক অংশে -

> "শিবের গাজন চৈত্রমাসের শেষ দিন অর্থাৎ নববৎসরারম্ভে হইয়া থাকে। গ্রামের সাধারণের যে শিব তাঁহার গাজন হয়, গৃহস্থের প্রতিষ্ঠিত শিবের হয় না। এই গাজনে ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্য জাতির লোকে দিন কয়েকের তরে সন্ন্যাসী হয়, গলায় উত্তরীয় (যজ্ঞোপবীত) পরে এবং শুদ্ধাচারে থাকে।"[৪]

চৈত্রমাসের গাজন যেভাবে পালিত হয়ে থাকে তার ধারাবাহিক রীতি সম্পর্কে ডক্টর অতুল সুর 'বাঙালি জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ গ্রন্থের' 'পাল-পরব ও উৎসব' শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন-

> "লোকায়ত দেব-দেবীদের নিয়ে যে-সব পূজা ও উৎসবাদি হয় তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, গাজন, টুসু, ভাদু ইত্যাদি। চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় শিবের গাজন বাঙলার সর্বত্রই পালিত হয়। অঞ্চলভেদে তাদের মধ্যে কিছু কিছু আঞ্চলিক রূপের পার্থক্য থাকলেও মোট কাঠামোটা একই রকমের। ভক্ত সন্ন্যাসীরা ও বৈতনিক এবং অবৈতনিক কর্মচারীরা এর অনুষ্ঠান সমূহে অংশগ্রহণ করে। হর-পার্বতীর আরাধনা, মুখোসখেলা, মড়াখেলা, বাণফোঁড়, নানারূপ কৃচ্ছসাধন করা ও ঢাকঢোল বাজিয়ে শিবের নাম উচ্চারণ করে গাজনতলা মুখরিত করে রাখাই এর বৈশিষ্ট্য।"[৫]

শিবের গাজনের একটি অন্যতম বিষয় হল জাতিভেদের উর্দ্ধে ওঠা। হিন্দু ধর্মের যে বর্ণভেদ প্রথা তা এই উৎসবের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে সন্ন্যাসীদের কোনো শিবমন্দিরে উঠতে বা শিবলিঙ্গ স্পর্শ করতে বাধা থাকে না। এ প্রসঙ্গে সুধীরকুমার মিত্র বলেছেন-

> "এই উৎসবে নিম্নশ্রেণী সন্ন্যাসী হইলে, ব্রাহ্মণও তাহাদিগকে প্রণাম করে এবং এই সময়ে সন্ন্যাসীদের নীলকে পূজা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। আমি দেখিয়াছি, যখন সন্ন্যাসীরা প্রতি গৃহে আসিয়া নীলের গান করিয়া ভিক্ষা করিতে আসে তখন পুরনারীরা তাহাদের ফল উপহার দিয়া, পা ধুয়াইয়া ও চন্দন দূর্বা এবং পাখার বাতাস করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে।"[৬]

বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় মঞ্চস্থ হওয়া যে গাজন গান তার উৎস চৈত্র গাজন। তবে এই ধারাবাহিক রীতি ছেড়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পেশাদারী গাজন শিল্পীরা একটি আলাদা অভিমুখ তৈরি করেছে গাজন গানের। সেই আলাদা অভিমুখ সম্পর্কে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

দলগঠন ও নামকরণ :

গাজন দুই প্রকারের - চৈত্র মাসের গাজন আর পেশাদারী গাজন। চৈত্র মাসের গাজনকে বলা হয় দেলকাব্য বা চড়ক বা গাজন। এই সময় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় হাজার হাজার গাজন দলের জন্ম হয়। যার কোনো হিসেব নেই। প্রতি পাড়ায় দল। এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় তারা গান করে বেড়ায়। কিন্তু প্রতিবছর পেশাদারী দল তৈরি হয় পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটি। একেকটি দলের সঙ্গে কমপক্ষে কুড়িটি পরিবার যুক্ত। কুড়িটি পরিবার মানে চল্লিশ গুণিতক কুড়ি প্রায় আট'শ পরিবার যুক্ত। শিল্পী থাকে ছয় জন বা আট জন। চারজন মহিলা সাজে, চারজন পুরুষ। চারজন যন্ত্রী। একজন গাড়িচালক, একজন রাঁধুনী আর লেবার করে চারজন। মাইকের জন্য এবং লাইটিংয়ের জন্য দুজন। পেশাদারী দলের এক মরশুমে সর্বাধিক কতগুলো পালা ভাড়া হয়। এর উত্তরে বলা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন দলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি এ ক্যাটাগরি। অন্যটি বি ক্যাটাগরি। এ ক্যাটাগরির দল সর্বনিম্ন এক'শ আশি থেকে সর্বাধিক দু'শ টি পালা ভাড়া পেতে পারে। বি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে এক'শ ত্রিশ থেকে এক'শ ষাটটি পালা ভাড়া হয়। প্রথমে দলের নাম চয়েজ করা হয় এই ভেবে যে মার্কেটে নামটা ছুটবে। দেখা যায় এই সিজনে একটা দলের নামকরণ হল সরস্বতী। সরস্বতী মার্কেটে কিছু নাইট ফেল করেছে। তাই পরবর্তী বছরে এই নামটি আর রাখা যাবে না। নইলে পাবলিক ধরবে। তখন নিউ সরস্বতী করে দেওয়া হয়। কিংবা অন্যকারো সরস্বতী পছন্দ হল সে করে দিল আদি সরস্বতী। একই নাম হলে কেস খেয়ে যাবে। আবার অনেক সময় দলের নাম পরিবর্তন করা হয়ে থাকে বছরের শুরুতেই। বিগত বছরে অভিনয় ঠিকঠাক গ্রহণযোগ্য না হলে নতুন নামে ফিরে আসার চেষ্টাও থাকে।

মহড়া :

উদ্বোধন শুভ রথযাত্রা বা উল্টো রথযাত্রা। একটা অভিনয় ফুটিয়ে তুলতে মোটামুটিভাবে কতদিন রিহার্সাল করতে হয়। এর হিসেবটা হল রিহার্সাল শুরু থেকে টানা তিন দিন হয়। এটাকেই একটা হিসেবে ধরা হয়। যেমন, শুক্রবার সন্ধ্যা আটটা থেকে রিহার্সাল যদি শুরু হয় রাত সাড়ে তিনটে চারটে পর্যন্ত অভিনয় চলতে থাকে। তারপর খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়া বা বিশ্রাম। আবার শনিবার সকাল আটটা থেকে চা বিস্কুট বা মুড়ি খেয়ে শুরু এগারোটার দিকে টিফিন। টিফিনের পর বিকেল তিনটে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত চলতে থাকে। ওই সময় খাওয়া-দাওয়া করে আবার বিশ্রাম। সন্ধ্যা আটটা থেকে আবার শুরু। এই ভাবে রবিবার সারাদিন চলার পর সোমবার সকালে সবার ছুটি। অর্থাৎ শুক্রবার রাত, শনিবার দিন-রাত, রবিবার দিন-রাত রিহার্সাল করার পর সোমবার সকালে যে যার বাড়ি চলে যায়। অনেকে চারদিন করে। চারদিন মানেও ওই একটা। এই ভাবে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মোট আট সপ্তাহে আটটি রিহার্সাল হয়। কোনো কোনো দল তার কমবেশিও করে থাকে।

দল বায়না :

গাজন দল বায়নার ক্ষেত্রে 'সিজন' আর 'অফ-সিজন' বছরের কোন সময় কেমন। মঞ্চায়ন জন্মাষ্টমীতে শুভ সূচনা। চূড়ান্ত ভাবে শুরু হয় বিশ্বকর্মাপূজার সময়। এইসময় পাঁচ থেকে আটটি পালা হয়। দূর্গাপূজা পঞ্চমী থেকে শুরু হয়ে যায় লক্ষ্মী পূজার পর দশদিন পর্যন্ত টানা চলে। কালীপূজা থেকে জগদ্ধাত্রীপূজা হয়ে কার্তিকপূজা পর্যন্ত শেষ। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে অফ সিজন। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ বন্ধ থাকে না। জ্যৈষ্ঠতেও ফাঁক থাকে না যদিও ভাঙ্গা আকাশ তাই একটু কম হয়। আষাঢ়ের সাত তারিখ পর্যন্ত কন্টাক্ট থাকে অভিনেতাদের রমরমিয়ে চলে অভিনয় ওয়েদার বুঝে। কখনো কখনো দিনে রাতে দুবার পালা হয়। কিছু কিছু দলের রমরমিয়ে চলা সিজনেও অভিনয় দুর্বলতার কারণে কম ভাড়া হয়।

কলাকুশলীদের রোজনামচা :

'নাইটে' গেলে খাওয়া দাওয়ার কীরকম পরিস্থিতি হয়। এ বিষয়ে প্রণবেশ হালদার জানিয়েছেন- "গাজনে একটি প্রবাদ বাক্য আছে 'অফিসারের চলন, কুত্তার ভোজন, আর গাধার শয়ন, এই নিয়ে গাজন'। আমরা যাই অফিসারের মত কিন্তু থাকা বা খাওয়া-দাওয়া কুত্তার মতন। সবসময় কমিটি খাওয়া-দাওয়ার ঠিকঠাক যোগাড় করে না। এমন এমন জায়গায় আমাদের খেতে দেওয়া হয় যেখানে কুকুরেও খেতে পারে না। এমন এমন জায়গায় থাকতে দেওয়া হয় যেখানে মানুষ থাকার যোগ্য নয়"। এখন অভিনয় করতে গেলে তেমন অসুবিধা হয় না। বেশিরভাগ জায়গায় আইসিডিএস সেন্টার কিংবা প্রাইমারি স্কুল আছে। সেখানেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। শৌচকর্মেরও অসুবিধা হয় না। অর্থাৎ যেখানে যাচ্ছে খাওয়া-দাওয়া তারাই দেবে। মালিক দেবে টিফিন। তরিতরকারি, চাল, ডাল, সব কমিটি দেয়। গাজনদল নিজেদের ডেকোরেটরস সামগ্রী নিয়ে রান্না করে খায়।

কলাকুশলীদের রোজগার :

অদূর ভবিষ্যতে কী গাজনে অভিনয় দিয়ে সংসার চালানো সম্ভব হবে। এর উত্তরে সুন্দর নাইয়া বলেছেন- 'সম্ভব'। কারণ, আগে গাজনে এত ইনকাম ছিল না। বর্তমান সময়ে যারা নায়ক তাদের চারলাখ থেকে ছ'লাখ বার্ষিক কন্টাক্ট হয়। সর্বনিম্ন মানের শিল্পী যারা তাদের কন্টাক্ট হয় এক লক্ষ কুড়ি-ত্রিশ হাজারে। হিসেব করে দেখলে একজন ডি গ্রুপের সরকারি কর্মীর চেয়ে বেশি মাইনে পাচ্ছে এরা। এদের গাড়ি ভাড়ার কোনো খরচ নেই। সমস্তটাই দলমালিক বহন করে। এছাড়া টিফিন খরচও মালিকের। লেখক যারা আছে তারা বেশি পায় না। পৌরাণিক দৃশ্যের জন্য পাঁচ থেকে সাত হাজার। যে সমস্ত টিমে বহুদিন গান দিচ্ছেন তারা নিজেদের মত করে সামান্য অর্থ দিয়ে থাকে। চার-পাঁচটি গান দিলে প্রতি গানে তিন হাজার টাকা করে পাওয়া যায়। লেখকদের পরিস্থিতি খুবই করুণ এই ক্ষেত্রে। শিল্পীদের তেমন করুণ দশার মুখে পড়তে হয় না। শিল্পীরা যেটা পায় বারো মাসের হিসেবে। কিন্তু বারো মাস গান হয় না। গান হয় ছ'মাস। এমন কিছু কিছু নায়ক আছে যারা চার-পাঁচ লাখ টাকা পেয়েও ঠিকঠাকভাবে চালাতে পারে না বেহিসাবি হওয়ার কারণে।

লোকপ্রসার প্রকল্প বঞ্চিত :

লোকশিল্পীদের মর্যাদা দিতে রাজ্য সরকার একটা প্রকল্প চালু রেখেছে সে সম্পর্কে অবগত আছেন প্রায় সবাই। কিন্তু সে 'লোকপ্রসার প্রকল্পের' সুবিধা তারা পাচ্ছে না। গাজনের কলাকুশলীদের কেউই লোকশিল্পীর পরিচয় পত্র পাননি। লোকশিল্পীদের জন্য ভাতা কিন্তু গাজনের সেখানে কোনো উল্লেখ নেই। ফর্মটাতে গাজনকে লোকশিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি বলে তাদের অভিমত। যাত্রা আছে, বাউল আছে, লোকগান আছে, কবিগান আছে, জাগরণগান আছে। যারা ঠিকঠাক গান-বাজনা জানে না তারা পাচ্ছে, আর প্রকৃত শিল্পীরা পাচ্ছে না। 'দান মেরেছে কাঁসিওয়ালা'। কে কত্তাল ঠোকে ভ্যান চালানোর ফাঁকে ফাঁকে সেই ব্যক্তি পেয়ে গেছে। অর্থাৎ প্রকৃত যারা শিল্পী তারাই বাদ পড়েছে। লোকশিল্প

হিসাবে গাজন গানকে 'লোকপ্রসার প্রকল্পের' আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন। তাতে বহু গাজন শিল্পীর অবসরকালীন জীবনযাপন সহজ হবে।

মঞ্চকৌশল :

গাজন অভিনয়ের স্তরবিন্যাস বা ছক সম্পর্কে বলা চলে একেবারে প্রথমে থাকে লাইটিং মিউজিক। তারপর মঞ্চ নির্দেশনা ও ঘোষণা। এরপরেই দ্বৈতসংগীত বা কোরাস। সূচনা অংশে বা কোরাসে প্রথার দাসত্ব কিংবা অলৌকিকতার আশ্রয় নিতে হয় লেখকদের। মঙ্গলকাব্যের বন্দনা অংশের মতোই। তবে তারা মধ্যযুগীয় ধর্মানুসারিতা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। প্রথমে একটি পৌরাণিক কাহিনি করা হয়। এরপর কৃষ্ণ-ডুয়েট করা হয়। মোট আটখানা গল্প চলে। শেষটাকে বলা হয় গণসংগীত। প্রথমটাকে বলা হচ্ছে নাটক বা পৌরাণিক দৃশ্য বর্তমানে সেটি বেশিরভাগ হয়ে গেছে সামাজিক ঘটনাকেন্দ্রিক। শিবের যে ঘটনা সেটিই সামাজিক প্রেক্ষাপটে চলে এসেছে। তবে রাধাকৃষ্ণের বিষয়টাকে একইভাবে রাখা হয়েছে। কথায় আছে শিব ছাড়া গাজন হয় না। কিন্তু শিব বাদ পড়েছে এখানে। কৃষ্ণকে বাদ দিতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে স্বপনবাবু বলেন- "দেবতাকে ছাড়া হয়েছে কিন্তু ভগবানকে ছাড়া যাবে না"। অর্থাৎ কোরাস, গীতিনাট্য, রাধাকৃষ্ণ ডুয়েট, ছক, অনুরোধের গান তারপরেই সমাপ্তি ঘোষনা করা হয় গ্রিনরুম থেকে। গাজনের লেখিকা সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি। যারা নারী মন-মানসিকতার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন তাদের স্থানও অন্তরালে। অর্থাৎ গাজন গান শুধুই লেখকদের দ্বারাই লালিত-পালিত।

সংগীত প্রয়োগকৌশল :

নিত্য-নতুন গানের সুর তালে শব্দবন্ধ নিক্ষেপ ও দর্শকের মনোগ্রাহী করে তোলার পিছনে কোন ভাবনা কাজ করে। এ প্রসঙ্গে স্বপনবাবুর মন্তব্য- "বর্তমান দিনে চটুল গানে মানুষকে মনোগ্রাহী করা যাচ্ছে না। এখন পুরোনো গানগুলো টেনে আনা হয়। পুরোনো গান টেনে এনে গান পাঞ্চ করা হয়। ককটেল করে নেওয়া। কোনো গানের সুরের মাথা নেওয়া হল কোনো গানের সুরে অন্তরা নেওয়া হল। তারপর একটা গান তৈরি করা হলো। যেটা কেউ বুঝতে পারে না যে নির্দিষ্ট কোন সুরের গান। কৃষ্ণ-ডুয়েট বা বন্দনা সংগীতের সুর সব তৈরি করা হয়। ওগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধার করা হয় না। আমরা নিজেরা সুর দিয়ে থাকি"। গানগুলোকে অশ্লীলতা পূর্ণ ভাষা দিয়ে ব্যবহার করা হয় না। পুরোনো দিনের গানগুলোকে ব্যবহার করা হয় মানুষের মনোগ্রাহী করে তোলার জন্য। বর্তমান দিনে মানুষ হাসতে ভুলে গেছে তাই হাসানোর প্রচেষ্টা চলে। কিছু কিছু নিম্ন রুচিসম্পন্ন লেখক বা নিকৃষ্ট মনোভাবাপন্ন লেখক বা অভিনেতা অশ্লীলতাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে থাকে। যা একদমই অনুচিত কাজ। তাদের ক্ষেত্রে একটু বিশ্লেষণ করে ভাষাগুলো বসানো দরকার। একটু উচ্চ-মানের শব্দ বসালে সেটাও মানুষের ভালো লাগবে। পুরোনো দিনের গানগুলোকে এমন ভাবে রসগ্রাহী করে তুলতে গিয়ে গানের স্রষ্টার প্রকৃত রসভোক্তাগণের মনে ব্যাথা দিতে হবে না অন্ততপক্ষে। তবে শিক্ষিত মার্জিত লেখকদের মধ্যে এই প্রবণতা নেই।

পরিবহন ব্যবস্থা :

সবসময় গাজনের কলাকুশলীদের ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের ম্যাটাডোরে চলাচল করতে হয়। যা খুবই কষ্টসাধ্য। সবাই সবসময় একসাথে ডিসিএম বা লরিতে যাতায়াত করেন। যারা বক্স আর্টিস্ট তারা গাড়ির কেবিনে বসে যাতায়াত করতে পারে। আর বাকি সবাই উপরে। আর অসুবিধা হল শীতের সময় ঠান্ডা হওয়া। গরমের সময় প্রচন্ড রোদ। আর বর্ষাকালে ত্রিপল মুড়ে নেওয়া হয়। এবার একটু বলি ডিসিএমটা করে যাওয়া হয় কেন। গাজনের অভিনয় সবসময় সড়কপথের কাছাকাছি হয় না। বাস নিয়ে গেলেও খুব অসুবিধা হয়। বাস সব জায়গায় যাতায়াতের উপযুক্ত নয়। আবার বাসে গেলে মেইন রাস্তা থেকে কমিটির ছেলেপুলেরা নিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে, কিন্তু ফেরার সময় দিয়ে যেতে গাফিলতি থাকে। ডিসিএমগুলো অনেকটা গ্রামের সরু রাস্তাতেও ভিতরে পৌঁছতে পারে। সেখানে গেলে সরঞ্জাম যা আছে সব একেবারে প্যান্ডেলের কাছে পৌঁছে যায়। যার জন্য এই গাড়ির ব্যবহার করে। শিল্পীদের জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-50
Website: https://tirj.org.in, Page No. 431-444
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করলে মালিকের বাজেট বেড়ে যাবে তাতে দল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সবাইকেই ডিসিএমে যেতে হয়। অনেক সময় কাছাকাছি গান হলে কেউ কেউ বাইকে চলে যায়। গাজন যাত্রার মত অতটা বেশি ভাড়া আদায় করতে পারে না বা বিলাসী ভাবে যাতায়াত করতে পারে না। তাই শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব উপভোগ করে মাথায় করে চলতে হয় গানের জগতে।

গাজনের দর্শক :

অনেকে বলে যারা হাই সোসাইটির মানুষ তারা গাজন শুনলে নাক সিটকায়। সিরিয়ালের যে ভাষায় অভিনয় দেখানো হয় তার চেয়ে গাজন অনেক মার্জিত আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে। মিরাক্কেলের কাঁচা ভাষার তুলনায় অনেক অনেক শ্লীলতার মাত্রা রক্ষা করে। অনেক বেশি রুচি সম্মত গাজন গান। তারা গাজন সম্পর্কে না জেনে মতামত দিয়ে থাকে। গাজন গানের দর্শকের কোনো ক্লাসিফিকেশন হয় না। কারণ যে মঞ্চে দেড়লাখ টাকার ফাংশন হচ্ছে। সেই মঞ্চে একলাখ টাকার যাত্রা হচ্ছে। আবার সেই একই মঞ্চে চল্লিশহাজার টাকায় গাজন হচ্ছে। তাহলে দর্শকদের কীভাবে ভাগ করা সম্ভব। বর্তমানে যে হারে শিক্ষিত মানুষ অর্থাৎ আমাদের রাজ্যে প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ শিক্ষিত। তারা মাঠে-ময়দানে কল-কারখানায় কাজ করলেও সবাই অশিক্ষিত নয়। অনেকেই আছে বিএ পাস, এম.এ পাস। অর্থাৎ গাজনের লেখকদের বরং দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী রুচির পরিবর্তন করতে হয়। সংগৃহীত কয়েকটি ছক নিম্নে উপস্থাপন করলাম -

ছক- ১ লাউ নিয়ে অশান্তি এবং মামলা করে সর্বস্বান্ত।

নাট্যমহল গাজনতীর্থ। রচয়িতা - গোপাল পাইক।

অভিনয়ে বড়োভাই - গোপাল পাইক। ছোটোভাই - সুধাময় মণ্ডল। বড়োভাইয়ের স্ত্রী - সঞ্জীব পাইক। ছোটোভাইয়ের স্ত্রী - প্রদ্যুৎ মিস্ত্রি (ছুটকি)। ট্রেনের টিকিট পরীক্ষক - বুদ্ধদেব প্রামানিক।

মূল গান

ভাই - বউটা আমার বাঘা তেতুল, বউদি হল বুনো ওল।
দাদা - এদের তরে ভাইয়ে ভাইয়ে সারা জীবন গণ্ডগোল।

বড়োজা - তোর বউয়ের বংশ খারাপ, কেউ খায় না স্বামীর ভাত।
ভাই - তোমার বোন শিয়ালদাতে, মেড়োর সঙ্গে কাটায় রাত।
ছোটোজা - তোর বাপের তিনটে বিয়ে, ভাবতে লাগে লজ্জা।
দাদা - তোমার পিসির বিয়ের আগে হলো দুটো বাচ্চা।
ছোটোজা - গণ্ডমূর্খের বংশটা কি হয় সহজে কন্ট্রোল?
দাদা - এদের তরে ভাইয়ে ভাইয়ে সারা জীবন গণ্ডগোল।

ছোটোজা - এ মানুষ নয়, এ অমানুষ দাদার জন্য পাগল।
ভাই - আর তোর তরে বিক্রি হলো ধাড়ি দুটো ছাগল।
বড়োজা - ভুল করেছি কালপেঁচার এত ভালোবেসে।
দাদা - বন্ধনের টাকাগুলো ঢুকে গেল কেসে।
ছোটোজা - মামলা করেই সম্বল আজ থালা, বাটি, কম্বল।
দাদা - এদের তরে ভাইয়ে ভাইয়ে সারাজীবন গণ্ডগোল।

ব্যাখ্যা : পুকুরপাড়ের লাউগাছকে কেন্দ্র করে লাউ কাটতে গিয়ে দুই জায়ের ঝগড়া অশান্তি। তা থেকে মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। হাইকোর্টের অর্ডার দুইভাই মিলেমিশে থাকো। জায়ে জায়ে বোনের মতো আচরণ করো। কোর্টে মামলা করতে করতে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে দুই ভাই। দশ বছরের মামলা শেষে হাইকোর্ট থেকে হেঁটে শিয়ালদা। বিনাটিকিটে ট্রেনে চড়ে ফেরার সময় টিকিট পরীক্ষকের হাতে ধরাপড়ে। ধরাপড়ার পর বড়ো ভাই বধিরের অভিনয়

করে এবং ছোটো ভাই মূকের। টিকিট পরীক্ষকের কাছে অপদস্থ হওয়ার পর তারা সিদ্ধান্ত নেয়, বিনাটিকিটে ট্রেনে চড়া দূরের কথা কখনো স্টেশনে উঠবো না। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বার্তা - ভাইদের ও তাদের স্ত্রীদের চলার ভুলে বর্তমান সমাজ থেকে একান্নবর্তী সংসার বিলুপ্তির পথে। একান্নবর্তী সংসারে শান্তি বেশি।

উল্লেখযোগ্য কৌতুক সংলাপ- এঁড়ের মতো যাচ্চি, বেঁড়ের মতো আসতিচি। এট্টা 'লাউস' নে দুটোবউ 'গেঞ্জামস' করছে। আরে মূর্খ হতে পারি, কেউ ভাষার 'ভুলস' ধরতে পারবে না। গ্রামে যত জায়গায় বিচার হয় সব জায়গায় আমি তেরপল(ত্রিপল) পাতি, তেরপল তুলি আর আমি বিচার করতে জানি না? কেসে জর্জরিত ও সর্বস্বান্ত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত- 'যে যত দিন বাঁচবে কেসের নাম মুখে আনবে না। কেস মানে পুরো শেষ'।

ছক- ২ ডোম স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে বিউটিশিয়ান হয়ে ওঠা স্ত্রী নিজের একমাত্র সন্তানকেও মানহানির মামলায় অভিযুক্ত করে।

নাট্যমহল গাজন সংস্থা। রচয়িতা- বুদ্ধদেব প্রামাণিক।

অভিনয়ে স্বামী (সবুজ সামন্ত) - গোপাল পাইক। স্ত্রী (রেখা দেবী) - (ছুটকি) প্রদ্যুৎ মিস্ত্রি। জর্জ - সুন্দর গায়েন। স্বামীর উকিল - পুতুল মণ্ডল। স্ত্রীর উকিল - মধুময় মণ্ডল। ছেলে (ভুণ্ডুলে) - পূর্ণদাস শিকারী। পুলিশ - বুদ্ধদেব প্রামাণিক।

মূল গান

পুলিশ - বলোনা ম্যাডাম, হবে না বদনাম, কী ঘটল ইস্টিশানে?
স্বামী - আমার ভুন্ডুলে হাত দিল কোনখানে?

স্ত্রী - অতীতকে ভুলে সেজেছি যে নতুন।
স্বামী - বাইরে পালিশ খাট ভিতরেতে আছে ঘুণ।
পুলিশ - শিক্ষিত শুয়োরের দেব রামধোলাই।
স্বামী - ও স্যার এঁড়ে বাছুর বড়ো হলে সে কি আর চেনে গাই?
ছেলে- ছাড়বো না কোনোমতে, যাব আদালতে। অকারণে সাজা হয় না, হয় প্রমাণে।
পুলিশ - বলোনা ম্যাডাম, হবে না বদনাম, কী ঘটল ইস্টিশানে?
স্বামী - আমার ভুন্ডুলে হাত দিল কোনখানে?

পুলিশ - বাপ গুনে ব্যাটা হয়, সবাই তা বলে।
স্বামী - কেন তুমি দুটি পাখি, মারো এক ঢিলে।
স্ত্রী - কী কারনে এ জীবনে এত ব্যথা ভগবান।
স্বামী - শাড়ি খুলে ঘুরলে তো বাড়বেই টেনশন।
ছেলে- হাসিমুখে বাবা আমি নেব যে ফাঁসি। খুশি হবে গোটা দেশ এই খবর শুনে।
স্বামী - আমার ভুন্ডুলে হাত দিল কোনখানে।
পুলিশ - বলোনা ম্যাডাম, হবে না বদনাম, কী ঘটল ইস্টিশানে?
স্বামী - আমার ভুন্ডুলে হাত দিল কোনখানে?

ব্যাখ্যা : ডোমের বংশধর, কাজ করার জন্য লাশকাটা ঘরে থাকতে হয়। মদ খেতে হয়। রাতেভিতে বাড়ি ফিরতে হয়। তাই সবুজ সামন্তের স্ত্রী ডিভোর্সের মামলা করে। এদিকে তাদের একজন শিশুসন্তান রয়েছে। শিশুর কথা চিন্তা না করে ডিভোর্স হয়ে যায়। মা বিউটিশিয়ানের কাজে যোগ দেয়। বাবা শিশুসন্তানকে নিয়ে নিজের কাজ করে আর তাকে বড়ো করার স্বপ্ন দেখে। কুড়ি বছর পরে সেই শিশুসন্তান বড়ো হয়ে একজন প্রখ্যাত শিল্পী হয়ে ওঠে। কোনো একটা দপ্তরে অডিশন দিতে যাওয়ার সময় ট্রেনে উঠতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি হয় কোনো এক অপরিচিত মহিলার সাথে। সেই অপরিচিত

মহিলা তার মা। শ্লীলতাহানির মামলা করে থানায়। ছেলেকে ছাড়াতে থানায় হাজির হয় বাবা। কুড়ি বছর পর মুখোমুখি বাবা-মা ও ছেলে। কিন্তু বাবা ছেলের কাছে তার মায়ের পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করে। কারণ মা হয়ে যে চিনতে পারেনি জন্ম দেওয়া ছেলেকে তার কাছে আবার কী পরিচয় দেবে। অন্যদিকে পুলিশ জানতে পারে ভুন্ডুলে তার মায়ের গায়ে হাত দেয়নি, হাত দিয়েছে অন্যজন।

উল্লেখযোগ্য কিছু কৌতুক সংলাপ- আদালতে মহামান্য বিচারপতি যখন বলে স্ত্রী শব্দের মানে তুমি বোঝ না, তখন স্বামীর উত্তর- স্ত্রী শব্দের মানে আমি বুঝি স্যার, ইংলিশে বলা হয় - ওয়াইফ বা মিসেস। বাংলায় বলা হয় সহধর্মিনী, অর্ধাঙ্গিনী, বউ, গোদা বাংলায় মাগ। স্ত্রীর পক্ষের উকিল- স্ত্রী যদি মনে করে স্বামীকে ছাড়তেই পারে। স্বামীর জাতকর্ম ভালো নয় তাই ডিভোর্স। অগ্নিমূল্য বাজারদরকেন্দ্রিক- জিনিসপত্রের দাম এখন আগুন, সত্তর টাকা বেগুন। বুড়ো বুড়ো মূলো, তাই ত্রিশ টাকা কিলো। জিনিসপত্রের দাম এতো বাড়ছে, আশি নব্বই টাকা গুলি উচ্ছে। শাক সবজির বাজার এতো চড়া, একশ পঞ্চাশ টাকা সজনে খাড়া। স্ত্রী যখন কোর্টে জানায় তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাচ্চা নিতে হয়েছে তখন স্বামীর উত্তর- আমার ঘরে থাকবে, আমার খাবে, আমার পরবে, আমার বিছানায় শোবে, ডিভোর্স যখন হয় হবে এতদিন বসিয়ে রেখে কী হবে, এই জন্য বাচ্চা নেওয়া। জর্জ- তুমি ক্রিমিনাল তোমাকে এখনই পাঠাবো জেলে। গোপাল- কেন স্যার, আমি তো ডোমের ছেলে। হাত দিল পয়মেলে আর মার খেলো আমার ভুন্ডুলে।

ছক- ৩ মদ নিষিদ্ধ বাংলার আহ্বান।

মা জয় মা সরস্বতী গাজন তীর্থ। রচয়িতা - মাস্টার স্বপন গায়েন।

রক্ষা পাক সোনার বাংলার সকল সংসার।

অভিনয়ে বর - বিলাস পাইক। কনে (বসুমতী) - উত্তম মণ্ডল। বামুন - জয়দেব হালদার। শালাজ (ঝুমা বউদি) - চণ্ডী ঘরামি।

সূচনা সংগীত (বর)-
কাটেনা সময় যখন বিড়ির ধোঁয়ায়।
তাড়ির হাঁড়ি শুধু ডাকছে আমায়।
বাংলার বোতলে ঠেকাই মাথা।
মনে হয় গাঁজা শুধু ডাকছে আমায়।
আয় খাবি আয়, আয় খাবি আয়।
হেরোইন খেতে আমি যাই যখনি।
আফিম বলছে তখন আমার খাবিনি।
তেরেঙ্গা ছিঁড়ে যখন গালে দিতে যাই।
খৈনি বলছে আয় খাবি আয়।
আয় খাবি আয়, আয় খাবি আয়।

মূল গান

বামুন - সাগর যদি মদ হত হোক না যত নোনা।
মাতালে পেট ভরে খেত পয়সা তো লাগতো না।
বর - চিপ পকোড়ার সাথে কেন পাই না।

বর - যেওনা গো ঠাকুরমশাই, আমি যে অসহায়।
তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো বিয়ের বাসরে।
বামুন - পড়ে থাক না ওরে গদা আমি এবার চললাম সোজা।

মদ খেয়ে থাক না পড়ে খানার কোলেতে আজ।
বর - চার হাত পা এক হবে আজ।
রাগ করো না সোনা, বেড়ে যাচ্ছে চার্জ।

কনে- চাই না রে বর, চাই না রে বাসর। নোংরামি মাতালের কাজ।
বর - চার হাত পা এক হবে আজ।
রাগ করো না সোনা, বেড়ে যাচ্ছে চার্জ।

শালাজ- সংস্কৃতি রসাতলে দোষ দেব কার।
বামুন - কুসন্তান জন্ম নেয় দোষ বাবা মার।
কনে - হয় না বধূবরণ চলছে মরণ।
বর - উড়ো পাখি হয় মন, কাঁপে যৌবন।
বামুন- হাতে দাও হাত করব আশীর্বাদ। মুখ থেকে বের হচ্ছে ঘাম।
বর - চার হাত পা এক হবে আজ।
রাগ করো না সোনা, বেড়ে যাচ্ছে চার্জ।

কনে - চলে যাক ব্রাহ্মণ, বয়ে যাক লগন।
বর - করব আমি চুম্বন, বাড়ে আকর্ষণ।
শালাজ - হোরে পোড়ে কথা শোনে এটাই নারীর জীবন।
মামুন - সমাজে ধরল পচন লেখে গায়েন স্বপন।
শালাজ - আমাদের দোষ নেই, নেই কোনো আফসোস। মানুষের নেই কোনো কাজ
বর - চার হাত পা এক হবে আজ। রাগ করো না সোনা, বেড়ে যাচ্ছে চার্জ।

ব্যাখ্যা : বিয়ের দিনেই বিয়ের পাত্র এবং পৈতে কানে জড়িয়ে ঠাকুরমশাই দুজনেই বাঁশ বাগানে মদ খেতে ব্যস্ত। ঠাকুর বিসর্জন থেকে শ্রাদ্ধ কর্ম মদ ছাড়া আনন্দ উপভোগ করা হয় না বর্তমানে। উলঙ্গ হয়েছে সভ্যতা, ফিরিয়ে আনা দরকার ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃতি শিল্প সভ্যতাকে। মদ মানুষের মনুষ্যত্বকে পশুর মতো করে দেয়। মদ চাই না দুধ চাই, মদমুক্ত সমাজ চাই। বিহারে যদি মদ নিষিদ্ধ হতে পারে পশ্চিমবাংলায় কেন মদ নিষিদ্ধ হবে না। মোড়ে মোড়ে কেন গজিয়ে ওঠে লাইসেন্স প্রাপ্ত মদের দোকান? মদের কারণে সংসার শেষ। পুত্র হারা, ভাই হারা, স্বামী হারা বহু নারী। মদনিষিদ্ধ বাংলার ডাক দেওয়া হয়েছে এই ছকের মাধ্যমে।

কৌতুক সংলাপ - রাত বারোটা কাঁদবে মেয়েটা। (অর্থাৎ লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে)। মদ খেলে কী হবে আমাদের সম্মান আছে। দেবতা নিয়ে খেলা যাবে না আমাদের ডিগ্রি কমিয়ে দেবে। বামুন- মদ খাবো না কি ফ্যান খাব। আমি তোমার বাবা, আমি বামুন, টাকাটা বেশি করে দিও। বামুন কনেকে জিজ্ঞেস করে তোমার নাম কী? কনে- বসুমতী উঁচিয়ে টিপে ধর। অর্থাৎ বাবার নাম উঁচিয়ে ধর। ঠাকুরদার নাম টিপে ধর আর আমার নাম বসুমতী ধর। পাত্রের নাম- গজে দে গেঁথে দে। অর্থাৎ আমার নাম গজানন্দ দে। বাবার নাম গীতানন্দ দে। বউ কাকে বলে- শ্বশুর বাড়ির কথা বাপের বাড়ি, বাপের বাড়ির কথা শ্বশুরবাড়ি পাচার করে সংসারে অশান্তি লাগানোর নাম বউ।

ছক- ৪ স্বামী-স্ত্রীর সন্দেহরোগ ও অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের জীবনদশা।

নিউ নটরাজ গাজন তীর্থ। রচয়িতা- সুন্দর নাইয়া।

অভিনয়ে স্বামী - সুন্দর নাইয়া। স্ত্রী (অন্তঃসত্ত্বা) - কানু হালদার। বউদি (অন্তঃসত্ত্বা) - পুতুল সরদার। অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার - সুজিত নস্কর।

সূচনা সংগীত স্বামী ও স্ত্রী-

স্ত্রী - আমি যখন রাঁধতে বসি বন্ধু বাজায় বাঁশি।
স্বামী - বেশি করে চাল বসাবো আসবে ছোটো মাসি।
স্ত্রী - মুখ পোড়াকে দেখলে আমার সহ্য হয় না।
স্বামী - সাড়ে চার মাস একা থাকবো কথা হবে না।

মূল গান

স্বামী - লম্প ঝম্প ভূমিকম্প দম্ভ ভালো নয়।
অঙ্গভঙ্গি কত রঙ্গ কী জানি কী হয়।
এ বোল তুলতে তবলার উপর ঢাক বাজায়।

স্ত্রী - জীবনটা করলে মাটি মনে হয় মরলে বাঁচি।
স্বামী - আমি নাকি খিরিজ গাছের সঙ্গে জুটে আছি।
ড্রাইভার - ফোন করে ডেকে এনে তোমরা কেন করছ দেরি।
স্বামী - জেসিবি এনে তুলতে হবে পথে হবে ডেলিভারি।
বউদি - কারে কি দেবো প্রমাণ, দুজনে সমান সমান, করি কি উপায়।
স্বামী - এ বোল তুলতে তবলার উপর ঢাক বাজায়।

ড্রাইভার - সন্দেহ থাকলে মনে জীবন হবে অমাবস্যা।
স্বামী - রাতে মশারি ছেঁড়ে গাদা গাদা সমস্যা।
বউদি - সুন্দর গানে বলে জীবনের নৌকা চলে, জোয়ার ভাটায়।
স্বামী - এ বোল তুলতে তবলার উপর ঢাক বাজায়।

ব্যাখ্যা : স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি সন্দেহ নিয়ে চলায় সংসারে অষ্টপ্রহর অশান্তির বাতাবরণ। একমুহূর্ত একে অপরের ছাড়তে চায় না। অথচ কাছে এলেই ঝগড়া অশান্তি লেগেই থাকে। একই পরিবারে অশান্তির দরুন দুজনে আলাদা রান্না করে খায়। স্ত্রী অন্তঃসত্বা অন্যদিকে বউদিও অন্তঃসত্বা। দাদা কাজের সূত্রে বাইরে থাকে। কিন্তু অসহায় বউদিকে দেখতে পারবে না দেওর। বউয়ের সন্দেহ যদি বউদির সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়। স্ত্রীকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সময় অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার স্ত্রীকে ছুঁতে পারবে না। স্বামীর সন্দেহ যদি অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের সাথে স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়। অর্থাৎ একে অপরকে প্রচণ্ড ভালোবাসে কিন্তু কাছাকাছি হলেই ঝগড়া এবং আলাদা রান্নার ও থাকার ব্যবস্থা। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি বিশ্বাস হারানোর কারণে সংসার লন্ডভন্ড। সন্দেহের কারণে অশান্তি ও পৃথক থাকা। সন্দেহ রোগ ক্যান্সারের চেয়েও মারাত্মক। ব্যবহৃত প্রবাদ- 'হ্যাঁচকা কা তেজকা মিলে আর ভুতকা পেতনী মেলে'। ছকে ব্যবহৃত কৌতুক সংলাপ- মাঝে মাঝে মনে হয় এ সংসার ছেড়ে জঙ্গলে চলে যাই। কিন্তু মোবাইলটা কোথায় চার্জ দেবো, ওই ভেবে শুধু যেতে পারি না।

ছক- ৫ কীটপতঙ্গের বিলুপ্তির কারণ বিজ্ঞান। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর গ্রাম্য যুবক।

নবদিগন্ত গাজন তীর্থ। রচয়িতা- মাস্টার মহাদেব।
অভিনয়ের দেওর (চোটে) - অজয় মণ্ডল। বউদি (কাইতিনি) - অনুকূল পন্ডিত। ফাটরা কোম্পানির প্রচারক সুইটি ম্যাডাম - পুলক মিস্ত্রি।

মূল গান

ম্যাডাম - ওরে জংলি জানোয়ার তোর এ কি ব্যবহার।
জানিস না স্ট্যাটাস আছে আমার।
চোটে - ফোর ফোর্টি ভোল্টেজ কর না আমার

সেট কারেন্ট বোর্ডে হেব্বি আছে পাওয়ার।
ম্যাডাম, মানে না বাম্পার উঁচু খালা
মেনি বিড়াল শুধু দিচ্ছে সিগন্যাল।

ম্যাডাম - স্টুপিড ইডিয়েট দিস কেন থ্রেট।
চোটে - সব পারি আমি এ থেকে জেড।
ম্যাডাম - স্টপ ইওর মাউথ, ইউ আর ফুলিশ ম্যান।
চোটে - ধীরে ধীরে আমার বাড়ছে যে মোশান।
সুযোগ পেলে আমি মারবো যে ছয়।
ম্যাডাম, মানে না বাম্পার উঁচু খালা
মেনি বিড়াল শুধু দিচ্ছে সিগন্যাল।

বউদি - মারবো পোকার দিয়ে ফাটা (ফাটরা)।
ম্যাডাম - সামলে রাখো তোমার এই টোকা।
চোটে - এবারে চোটে দেবেরে চাপ।
মানুষে মানুষে হবে লড়াই।
ম্যাডাম, মানে না বাম্পার উঁচু খালা
মেনি বিড়াল শুধু দিচ্ছে সিগন্যাল।

ম্যাডাম - করছে পরীক্ষা ভারতের বিজ্ঞানী।
বউদি - বাগানির সঙ্গে মিলেছে কোম্পানি।
চোটে - মহাদেব বলে গানের ছলে
ধরিত্রী মাকে বাঁচাও তুমি।
বউদিরে, ম্যাডাম, মানে না বাম্পার উঁচু খালা
মেনি বিড়াল শুধু দিচ্ছে সিগন্যাল।

ব্যাখ্যা : চোটে নামক গ্রাম্য যুবক পোকামাকড় নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। সে দেখছে গ্রামে নিত্যনতুন কীটনাশক প্রয়োগ করে চাষিরা চাষ করছে। ভালো ফসল উৎপাদন করছে। অন্যদিকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সাপ, ব্যাঙ, শামুক, কেঁচো এবং বিভিন্ন প্রজাতির কীটপতঙ্গ। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রত্যেকটি প্রাণীর একেক রকম ভূমিকা রয়েছে। বছরের পর বছর তারা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত প্রায় হয়ে পড়ছে। এর ফলে ঋতুচক্রে তার প্রাধান্য দেখা দিয়েছে। অনাবৃষ্টি খরা তো লেগেই রয়েছে। গ্রামে ফাটরা কীটনাশক বিক্রির প্রচার করতে আসায় সুইটি ম্যাডামকে সে বাধা দিয়েছে। এই সমস্ত বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যে কীটনাশক কৃষকের হাতে পৌঁছেছে তা আখেরে প্রকৃতিকেই সর্বনাশ করছে, ধ্বংস করে দিচ্ছে। কীটপতঙ্গ বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চটের। কীটপতঙ্গ কৃষকের বন্ধু এরা না থাকলে চাষ হবে না। ফাটরা কীটনাশক প্রয়োগের ফলে মাঠের সমস্ত পোকা মারা যাচ্ছে। প্রকৃতি থেকে শামুক, ব্যাঙ, শ্যামাপোকা, সাপ বিদায় নিতে চলেছে। শীতকালে শীত নেই, বর্ষাকালে বৃষ্টি নেই, ঋতু চক্রের ওপর প্রভাব পড়তে শুরু হয়েছে। সার বিষ কীটনাশক প্রয়োগ করে কীটপতঙ্গের ধ্বংসই আসলে প্রকৃতিকে বিরূপ করে তুলেছে। চোটে দীর্ঘদিন ধরে পোকামাকড় নিয়ে রিসার্চ করছে। ভালো ফসল ফলানোর জন্য আপাতত আমরা যে কীটনাশক প্রয়োগ করছি তা ভবিষ্যতে মানুষকে অনাহারের মুখে ফেলবে।

ছক- ৬ কৃষিকাজ ও কুসংস্কার বনাম বিজ্ঞানবাদ।

মা জয় মা সরস্বতী গাজন তীর্থ। রচয়িতা- মাস্টার স্বপন গায়েন।

অভিনয়ে স্বামী(কৃষক) - অরবিন্দ বায়েন। স্ত্রী - শ্যাম কুমার নাইয়া। ওঝা বা গুনিন - সুকান্ত মণ্ডল। নাতনি - বিকাশ হালদার।

ছড়া -

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে বৃষ্টি পড়ে বাঁশের বনে পাতা নড়ে।
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
কেউবা আমার কৃষক বলে কেউ বা বলে চাষী।
ঘাম ঝরিয়ে চাষ করে যাই মুখে কষ্টের হাসি।
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চাষ করে যাই মাঠে।
বৃষ্টি পড়ে ধার ধারি না রৌদ্রে মাথা ফাটে।
সুখের খাবার বিলোই মোরা বিনিময়ে পাই কিছু।
সবাই মোদের ভালবাস সমাজের স্থান দাও উঁচু।
নতুন ফসল তুলবো ঘরে, মনে আমার আশার ঢেউ।
ও কাকিরা চেয়ে দেখো মাঠে যাচ্ছে আমার বউ।

মূল গান

স্বামী - এ তো উরুত দেখে ফিদা হলো, পাকাআমে কামড় দিল, দাদুর প্রেম জেগেছে।
ওঝা - গাছে পাকা লাল বেদানা, চুষে খেলে ফোরে না, ফেটে গিয়েছে।

স্ত্রী - তুমি হলে কুমড়ো পচা, বোতল ভর্তি সস।
ওঝা - পাকা আমড়ার আটির ভিতর থাকে বেশি রস।
নাতনি - গ্যাসে চলে অটো আর ব্যাটারিতে টোটো।
স্বামী - পয়সা ফেলে গড় করে যায় পেলে লম্বা ফুটো।
স্ত্রী - হিট পেয়ে পুরনো ঘি গলে গিয়েছে।
স্বামী - এ তো উরুত দেখে ফিদা হলো, পাকাআমে কামড় দিল, দাদুর প্রেম জেগেছে।

স্ত্রী - শীতে আমার কাঁপ আসে যন্ত্রণা হয় মাথা।
স্বামী - জাঁতিকলে ইঁদুর জব্দ, শীত জব্দ কাঁথা।
নাতনি - স্বপন গায়েন লিখে যায় বিজ্ঞান হলো সাচ্চা।
স্বামী - পুরুষ ছাড়া নারীর কোলে দিতে পারে বাচ্চা?
পূজা - মন্ত্র শক্তির আছে ভক্তি বাণ মেরেছে।
স্বামী - এ তো উরুত দেখে ফিদা হলো, পাকাআমে কামড় দিল, দাদুর প্রেম জেগেছে।

ব্যাখ্যা : কৃষিজমি চাষ করতে গিয়েছে স্বামী। স্ত্রীর হাজির সকালের খাবার পান্তাভাত নিয়ে। চষা জমিতে মই দেওয়ার সময় স্ত্রীর উরুতে মইয়ের আঘাত লাগে। প্রথমে স্ত্রীর ধারণা হয় যে তাকে সাপে কামড়েছে। গ্রামে কাছাকাছি হসপিটালের ব্যবস্থা না থাকায় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তারা যায় ওঝার কাছে। ওঝা বিজ্ঞান মানে না। মানে কেবল মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, তাগা-তাবিজের দ্বারা রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিফল চিকিৎসা। রোগীকে ক্রমশ মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। ওঝার নাতনি এই ঝাড়ফুঁকে ভরসা না করে আধুনিক সমাজে বিজ্ঞান নির্ভর হওয়ার বার্তা দেয়। রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। অবশেষে জানতে পারে যে কৃষকের স্ত্রীর সাপে

কামড়ায়নি, মইয়ের আঘাতে শাড়ি ছিঁড়ে পায়ে খত হয়েছে। বিজ্ঞানের সাথে কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব ও শেষে বিজ্ঞানের জয়গান ঘোষণা মুখ্য উদ্দেশ্য।

ব্যবহৃত প্রবাদ- 'ওল কত্তা টাকুর কুচি লক্ষ্মী বলে হেতায় আছি'। 'শ্রাবনের পুরো আর ভাদ্রের বারো এর মধ্যে যতটা পারো'। 'চৈত্র মাসে যদি হয় বৃষ্টি সে বছর হবে ধানের সৃষ্টি'। 'একে মা মনসা তায় আবার ধুনোর গন্ধ'। 'বুঝলে বুজপাতা না বুঝলে তেজপাতা'। 'স্বামী থাকলে সঙ্গে শীত লাগবে না তোর অঙ্গে'। কৌতুক সংলাপ, স্ত্রী- হ্যাঁ গো, আমি মইতে বসলে তুমি আমার টানতে পারবে? স্বামী- যেখান থেকে বিয়ে করেছি টেনে আসছি আর একঘন্টা টানতে পারবো না।

উপসংহার :

বর্তমান সময়ের সারা বছরব্যাপী বয়ে চলা এই গাজন গানের বেশিরভাগ ছকই অলিখিত অবস্থায় থাকে। ছকের যে মূল গান ওইটাই কেবল কিছুক্ষেত্রে লিখিত আকারে পাওয়া যায়। দলের কোনো সদস্য যদি গান দেয় সেক্ষেত্রে সবাই আলোচনা করে সেটা অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যে সমস্ত লেখকরা গান দিয়ে থাকেন তারাই কেবল লিখিত আকারে দেন। প্রয়োজনে সুর ও অভিনয় নির্দেশনা রিহার্সালের সময় দিয়ে যান। কোনো গানের সাথে সংলাপ, প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা এসব কিছুই লিখে দেওয়া হয় না। এগুলো অভিনয় করতে করতে কলাকুশলীদের মুখে চলে আসে। তবে অনেকক্ষেত্রে গানের শুরুতে সুরের কথা লেখা থাকে। অর্থাৎ কোন গানের সুরে এটি গাওয়া হবে। অলিখিত অবস্থায় থাকার ফলে বহু গান কালের অতলে হারিয়ে যায়। লেখকরাও অনেক সময় নিজেদের লেখা খাতাপত্রের হদিশ পান না। কিংবা বলা চলে যত্ন সহকারে গুছিয়ে রাখেন না। অনেক মূল্যবান লেখা এভাবেই নষ্ট হয়ে যায়। লেখক এবং কলাকুশলীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে সমস্ত ছক সংগ্রহ করেছি তার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করলাম। এই ছকগুলো শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য রচিত হয় না। এর মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা লোকসমাজে ছড়িয়ে দেওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য। সাথে থাকে হাস্যরস। বর্তমানে মানুষজন বহুমুখী চিন্তায় জর্জরিত। তাদেরকে একটু হাসি ফিরিয়ে দেওয়াই লেখকদের উদ্দেশ্য। বহুমুখী ঘটনার উপস্থাপনের মাধ্যমে দর্শক মনে চেতনা ফেরানোর চেষ্টা করেন। মোটকথা অভিনয়ের মাধ্যমে হাস্যরসের সাথে শিক্ষাদানই অভীষ্ট।

Reference :

১. মণ্ডল, ড. নমিতা, বাঁকুড়া কেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ১৯৮৯, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি অকাদেমি, ১৪৬/১, দোলতলা, বাঁকুড়া, পৃ. ২২৬

২. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর- ১৯৯৪, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, পৃ. ৪৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৪. বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত), সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক), ষোড়শ ভাগ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, বিশ্বকোষ প্রেস, ২১/৩, শান্তিরাম ঘোষ স্ট্রিট, বাগবাজার, কলকাতা, পৃ. ২১৬

৫. সুর, ডঃ অতুল, বাঙালী জীবনের নৃতাত্ত্বিক রূপ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯২, বেস্টবুকস ১এ কলেজ রো, কলিকাতা- ০৯, পৃ. ৬৬

৬. মিত্র, সুধীরকুমার, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৬৮, মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯, পৃ. ২৫৪

সাক্ষাৎকার :

সুন্দর নাইয়া। বয়স ৪০ বছর। গাজনগান রচয়িতা ও অভিনেতা(নায়ক)। পুরুষ। জামতলা হসপিটাল মোড়, কুলতলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। হিন্দু। মাধ্যমিক। তারিখ- ২৪/০৭/২০২২

স্বপন গায়েন। বয়স ৫৫ বছর। গাজনগান রচয়িতা ও সরকারি চাকরিজীবী। পুরুষ। ভবানীমারী মোড়, তারানগর, কুলতলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। হিন্দু। স্নাতকোত্তীর্ণ। তারিখ- ১৭/০৭/২০২২

প্রণবেশ হালদার। বয়স ৩৩ বছর। রচয়িতা ও অভিনেতা। পুরষ। দৌলতপুর, সিদ্ধিবেড়িয়া, কুলপি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। হিন্দু। মাধ্যমিক। তারিখ- ২৭/০৪/২০২২